বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড)
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ ৮১১০
www.bapard.gov.bd; e-mail-dgbapard@yahoo.com

বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড) এর বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা (ইনোভেশন) ২০২০-২০২১ অর্থবছরের কার্যক্রম ৫.১ ধারা অনুযায়ী বাছাইকৃত ও নির্বাচিত উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ধারণা সমূহের তালিকা নিম্নরুপঃ

ক্রঃ নং	উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ধারণার শিরোনাম	বাস্তবায়নকারীর নাম	পদবী
১.	‘মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে কৃষি পণ্য ক্রয়-বিক্রয়’	জনাব মোঃ শামীম আহমেদ	সহকারী পরিচালক (কৃষি)
২.	‘ইউরিন পরীক্ষা করে দ্রুত গবাদি প্রাণির গর্ভাবস্থা নির্ণয়’	জনাব মোঃ রাফিউল ইসলাম	সহকারী পরিচালক (প্রাণীসম্পদ)
৩.	‘বাপার্ড কর্তৃক অনলাইন আবেদন ফর্মের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচন কার্যক্রম সহজীকরণ’	মিজ সোনিয়া আক্তার	ট্রেনিং এনালিস্ট
৪.	‘নির্দেশনা বোর্ড (Location Indicator Board) স্থাপনের মাধ্যমে বাপার্ড এ আগত অতিথি/দর্শনার্থীদের এক নজরে বাপার্ড ক্যাম্পাস অবলোকন।	জনাব বিষ্ণু পদ দাস	ফটোগ্রাফার কাম অডিও ভিজ্যুয়াল অপারেটর

উল্লেখ থাকে যে, নির্বাচিত উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ধারণা সমূহের বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট ‘ক’-‘ঘ’ এ সন্নিবেশিত করা হলো।

২২/১০/2020
(ড. মোঃ আলমগীর হোসেন)
পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
ও ইনোভেশন অফিসার

বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড)
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ ৮১১০
www.bapard.gov.bd; e-mail-dgbapard@yahoo.com

(০১) উদ্যোগ/ ধারণার শিরোনাম : মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে কৃষি পণ্য ক্রয়-বিক্রয়।

ভূমিকাঃ

বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ। কৃষি পণ্য উৎপাদন যেমন গুরুত্বপূর্ণ তা বাজারজাতকরণ তেমনি গুরুত্বপূর্ণ। কৃষি পণ্যের ন্যায্যমূল্য ও সঠিক বাজার ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা জরুরী। অনেক সময় ক্রেতা ও বাজারের তথ্য না জানার কারণে উৎপাদিত ফসল নষ্ট হয় ও কম মূল্যে বিক্রি হয়। পাইকার ও আড়ৎদারেরা কৃষকের নিকট হতে কম দামে কিনে কয়েকগুণ বেশি দামে বিক্রি করে। ফলে ভোক্তার ও বেশি দাম দিয়ে দোকানীর নিকট হতে ক্রয় করে। 'কৃষি বিপণন' মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে কৃষক তার পণ্যের বিজ্ঞাপন দিবে। ভোক্তা অথবা ক্রেতা বিজ্ঞাপন দেখে তার চাহিদা অনুযায়ী কৃষকের সাথে যোগাযোগ করবে। যেহেতু কৃষকের ঠিকানা এবং মোবাইল নম্বর দেওয়া থাকবে সেহেতু ক্রেতা তার নিকটবর্তী কৃষকের সাথে মোবাইলের মাধ্যমে যোগাযোগ করে পণ্যের দাম এবং পরিবহণ খরচের ব্যাপারে কথা বলবে। এভাবে যদি কৃষি বাজার ব্যবস্থাপনায় একটি বা দুটি ধাপ কমিয়ে আনা যায় তাহলে কৃষক যেমন কৃষি পণ্যের ন্যায্যমূল্য পাবে তেমনি ক্রেতাও কমমূল্যে কিনতে পারবে।

সুবিধাসমূহঃ

- কৃষকের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত হবে।
- ভোক্তারা অনুকূল মূল্যে কৃষিপণ্য পাবে।
- কৃষি পণ্যের সঠিক বাজার ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতহবে।

প্রচলিত সেবা পাওয়ার পদ্ধতি	'কৃষি বিপণন' অ্যাপ স্থাপনের মাধ্যমে সেবার পদ্ধতি
❖ কৃষক কৃষিপণ্য পাইকার অথবা আড়তদারের নিকট কম মূল্যে বিক্রি করে ❖ মধ্যসত্ত্বভোগীদের হাতে কয়েকধাপে কৃষিপণ্যের দাম বৃদ্ধি পায় ❖ ক্রেতা বা বাজারের তথ্য না থাকার কারণে অনেক সময় ফসল নষ্ট হয়ে যায়	❖ কৃষক সরাসরি ভোক্তার সাথে যোগাযোগ করে বেশী দামে বিক্রি করতে পারবে ❖ মধ্যসত্ত্বভোগী না থাকায় ভোক্তাও অনুকূল মূল্যে কৃষিপণ্য পাবে। ❖ মোবাইল অ্যাপে কৃষক ক্রেতা এবং বাজার সম্পর্কে তথ্য জানতে পারবে ফলে কৃষিপণ্য নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা কম

বিদ্যমান সমস্যা	সমস্যার মূল কারণ	উদ্যোগের মধ্যে নতুনত্ব
কৃষক কৃষিপণ্যের সঠিক মূল্য পায়না	মূল ভোক্তার নিকট বিক্রয় না করে মধ্যসত্ত্বভোগীর নিকট বিক্রয় করার কারণে।	মূল ভোক্তার সাথে যোগাযোগ করে সরাসরি তার নিকট বিক্রয় করতে পারবে।
ভোক্তারা অধিক মূল্যে কৃষিপণ্য ক্রয় করে	কৃষকের নিকট হতে না ক্রয় করে মধ্যসত্ত্বভোগীর নিকট হতে কৃষিপণ্য ক্রয় করার কারণে	ভোক্তা কৃষকের সাথে যোগাযোগ করে সরাসরি তার নিকট হতে ক্রয় করতে পারবে।

পরিশিষ্ট 'ক'

প্রত্যাশিত ফলাফলঃ

কৃষক ন্যায্যমূল্যে কৃষিপণ্য বিক্রয় করতে পারবে এবং ভোক্তারাও সর্বানুকূল মূল্যে ক্রয় করতে পারবে।

উদ্ভাবনী আইডিয়া থেকে TCV (টিসিভি) সংক্রান্ত ফলাফলঃ

ক্রঃনং	বিষয়	সময় (বাজারজাতকরণ)	কৃষকের মূল্য প্রাপ্তি (১০০ কেজি)	ভোক্তার ব্যয় (১০০ কেজি)
০১	আইডিয়া বাস্তবায়নের পূর্বে	০৩দিন	১০০০ টাকা	৩০০০ টাকা
০২	আইডিয়া বাস্তবায়নের পরে	০১ দিন	২০০০ টাকা	২০০০ টাকা
০৩	আইডিয়া বাস্তবায়নের ফলে পার্থক্য	০২দিন	১০০০ টাকা	১০০০ টাকা
০৪	সুফল	সময় বাঁচবে	কৃষক সঠিক মূল্য পাবে	ভোক্তা অনুকূল মূল্যে পণ্য পাবে

পরিশিষ্ট 'ক'

বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড)
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ ৮১১০
www.bapard.gov.bd; e-mail-dgbapard@yahoo.com

(০২) উদ্যোগ/ ধারণার শিরোনাম : ইউরিন পরিক্ষা করে দ্রুত প্রাণির গর্ভাবস্থা পরীক্ষাকরণ পদ্ধতি।

ভূমিকাঃ

বাংলাদেশে মোট গৃহস্থলীর প্রায় ৪৯.৯% লোক গবাদিপ্রাণি পালন করে থাকে। গবাদিপ্রাণি পালন একটি আদিম পেশা হতে বর্তমানে প্রযুক্তি নির্ভর পেশাতে পরিনত হয়েছে। কিন্তু গবাদিপ্রাণির ক্ষেত্রে মানুষের মত ইউরিন পরিক্ষা করা যায় না। সাধারণত কৃত্রিম বা প্রাকৃতিক প্রজনন করালে ৪০-৬০ দিনের মধ্যে Rectal palpation বা uterine contents এর মাধ্যমে প্রাণি গর্ভবতী হয়েছে কিনা সনাক্ত করা যায় কিন্তু গ্রামীন খামারীদের পক্ষে তা করা সম্ভব হয় না। আমরা জানি, বাংলাদেশে প্রায় ২৫.৯ মিলিয়ন গরু, ০.৮৩ মিলিয়ন মহিষ, ১৪.৮ মিলিয়ন ছাগল এবং ১.৯ মিলিয়ন ভেড়া (সূত্র: প্রাণিসম্পদ বাংলাপিডিয়া) রয়েছে। সেসব গবাদিপ্রাণি যখন সম্ভাব্য গর্ভবতী হয়, সেগুলো প্রাথমিক পর্যায়েই সঠিক pregnancy test করতে না পারায় বিরাট অংকের লোকসান হয়। সে জন্য 'ইউরিন পরিক্ষা করে দ্রুত গর্ভাবস্থা পরীক্ষাকরন পদ্ধতি' প্রয়োগ করলে অতি দ্রুত সময়ে (৫ মিনিট) খামারীরা সনাক্ত করতে পারবে। এতে সময়, খরচ (০.৫-১ টাকা/প্রাণি) ও অধিক পরিদর্শন (TCV) সাশ্রয় হবে। কাজেই **'ইউরিন পরীক্ষা করে দ্রুত প্রাণির গর্ভাবস্থা পরীক্ষাকরন পদ্ধতি'** একটি ইনোভেশন উদ্যোগ হিসেবে গ্রহন করলে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রাণিসম্পদ সেক্টরের অভুতপূর্ব সাফল্য বয়ে আনবে।

বর্ণনাঃ

- **উপকরণ:**
  - ✓ বেরিয়াম ক্লোরাইড ($BaCl_2$) ১%
  - ✓ টেস্ট টিউব
  - ✓ ড্রোপার
  - ✓ টেস্ট টিউব হোল্ডার
  - ✓ ডিস্টিল্ড ওয়াটার (Distilled water)

- **প্রস্তুতপ্রণালি (১% বেরিয়াম ক্লোরাইড):**
  ১০০ মিলি distilled water এর সাথে ১ গ্রাম বেরিয়াম ক্লোরাইড ($BaCl_2$) মিশিয়ে ১% বেরিয়াম ক্লোরাইড দ্রবন তৈরি করতে হবে।

- **কার্যপদ্ধতি :**
  ৫ মিলি ১% বেরিয়াম ক্লোরাইড দ্রবন + ৫- ৬ ফোটা সম্ভাব্য প্রাণির ইউরিন যোগ করে ৫ মিনিট অপেক্ষা করতে হবে

↓

ঘোলাটে ইউরিন -No pregnancy, স্বচ্ছ ইউরিন –pregnancy নির্দেশ করে।

পরিশিষ্ট 'খ'

ব্যাখ্যাঃ

প্রাণির গর্ভাবস্থায় প্রোজেস্টেরন হরমোনের পরিমান বেশি থাকে এবং ইস্ট্রোজেন হরমোনের পরিমান কম থাকে কিন্তু গর্ভাবস্থা ছাড়া ইস্ট্রোজেন হরমোনের পরিমান বেশি থাকে। সাধারনত বেরিয়াম ক্লোরাইড ইস্ট্রোজেন হরমোনের সাথে যুক্ত হয়ে ঘোলাটে দ্রবণ তৈরি করে এবং প্রোজেস্টেরন হরমোন এই যুক্ত হওয়ার প্রক্রিয়াকে বাধা প্রদান করে বিধায় দ্রবণ স্বচ্ছ থাকে।

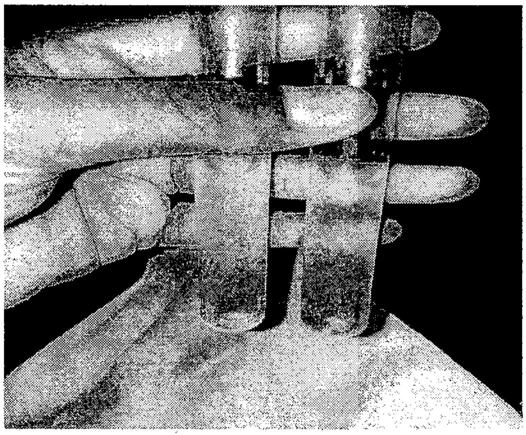

Fig: স্বচ্ছ ইউরিন- pregnancy

TCV সংক্রান্ত ফলাফলঃ

স্বল্প সময়ে, নাম মাত্র খরচে যেকোন স্থানে এই পরীক্ষার মাধ্যমে শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ সঠিক ফলাফলের নিশ্চয়তা প্রদান করা যায়।

বিদ্যমান সমস্যা	উদ্যোগের মধ্যে নতুনত্ব
সঠিক সময়ে গর্ভধারণ নির্ণয় না করার কারণে আর্থিক ও সময়ের অপচয় হয়।	সঠিক সময়ে গর্ভধারণ নির্ণয়ের মাধ্যমে খামারীরা আর্থিকভাবে যেমন লাভবান হবে তেমনি গর্ভধারণ সংক্রান্ত দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত হবে
অনেক সময় দীর্ঘ বিরতিতে বাচ্চা পেতে হয়	প্রতিবছর বাচ্চা হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হবে
সঠিক সময়ে গর্ভধারণ নির্ণয় না করার কারনে গর্ভধারন জনিত কোন সমস্যা প্রাথমিক অবস্থায় নির্ণয় করা যায় না।	গর্ভধারণ না করার কারণ সনাক্ত করা সহজ হবে

উপসংহারঃ

গ্রামীন পরিবেশে উক্ত প্রযুক্তিটি সহজ লভ্য করলে স্বল্প খরচে কম পরিশ্রমে অধিক লাভবান হওয়ার জন্য একটি যুগোপযোগী নতুন উদ্যোগ।

পরিশিষ্ট 'খ'

বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড)
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ ৮১১০
www.bapard.gov.bd; e-mail-dgbapard@yahoo.com

(০৩) উদ্যোগ/ ধারণার শিরোনাম : বাপার্ড কর্তৃক অনলাইন আবেদন ফর্মের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচন কার্যক্রম সহজীকরণ।

ভূমিকা:

দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলা গঠনে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের মানুষের দারিদ্র্য বিমোচন ও জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অধীনে 'বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি' (বাপার্ড), একটি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের প্রশিক্ষণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান। এখানে বিত্তহীন পুরুষ ও মহিলা, বেকার যুবক ও যুব মহিলাদের দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে কারিগরি ও সাধারণ বিষয়ের বিভিন্ন উপার্জনমূলক কর্মকান্ডের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। সকল পেশাজীবি ও বেকার জনগোষ্ঠী প্রশিক্ষণ নিয়ে আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে। ডিজিটাল পদ্ধতি অবলম্বন করে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে তরান্বিত করতে একাডেমি কর্তৃক বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীদের সনাতন পদ্ধতিতে আবেদন করতে হয়। প্রাপ্ত আবেদনপত্র বাছাই করে প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচন করা হয়। উদ্ভাবিত অনলাইন আবেদন ফর্মের মাধ্যমে আবেদন করলে প্রশিক্ষণার্থীদের আবেদন প্রক্রিয়া এবং প্রশিক্ষণের বাছাই সংক্রান্ত যাবতীয় কর্মকান্ড সহজতর হবে। অনলাইনে আবেদন করতে পারলে যে কোন ধরনের প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য সাধারণ মানুষ বিশেষ করে বেকার যুবক, যুব মহিলা ও বিত্তহীন জনগোষ্ঠী উৎসাহিত হবে।

বর্ণনা:

উদ্ভাবন হচ্ছে কোন কাজের সুরক্ষা ও উন্নয়নের একটি হাতিয়ার যার মাধ্যমে সৃজনশীল এবং উদ্ভাবন ও প্রতিভার দ্বার উন্মুক্ত হয়। বর্তমান ডিজিটাল পদ্ধতির প্রসারের যুগে স্থানিক ও কালিক হিসেবে কোন কার্যক্রমের বিপরীতে যে কোন স্থান থেকে এবং যে কোনো সময়ে কাজ পরিচালনার সুযোগ থাকার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। প্রচলিত প্রশিক্ষণ পদ্ধতিতে কোন একটি নির্দিষ্ট কোর্সে নির্দিষ্ট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে সশরীরে উপস্থিত থেকে প্রশিক্ষণ সূচি অনুযায়ী নির্ধারিত সুফলভোগীদের প্রশিক্ষণ নিতে হয়। এই প্রেক্ষাপটে সময়, খরচ এবং সশরীরে উপস্থিত হওয়ার ঝামেলা থেকে মুক্ত হয়ে যে কোনো স্থানে যে কোনো সময় বারবার ইচ্ছানুযায়ী প্রশিক্ষণ নেয়ার ব্যবস্থা প্রচল করার জন্য অনলাইনে প্রশিক্ষণের এই পদ্ধতির উদ্ভাবন করা যেতে পারে।

বর্তমানে বিদ্যমান যানজট ও যাতায়াত সমস্যায় কর্মস্থল থেকে দূরের প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে গিয়ে প্রশিক্ষণের ফর্ম গ্রহণের সমস্যার প্রেক্ষিতে 'অন লাইন পদ্ধতি' সময়োপযোগী বিকল্প হিসেবে প্রয়োজনীয় একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগ। বাপার্ড-এর লোকবল স্বল্পতার সমস্যার প্রেক্ষাপটে প্রশিক্ষণার্থীদের কর্মস্থল ত্যাগের সমস্যা থেকে অব্যাহতি এবং দাপ্তরিক কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি না করে একসাথে এই প্রশিক্ষণে ব্যাপকসংখ্যক প্রশিক্ষণার্থীর অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

সুবিধাসমূহ:

- প্রশিক্ষণার্থীদের আবেদনের সময় সাশ্রয় হবে।
- প্রশিক্ষণার্থীগণ স্বল্প খরচে অনলাইন আবেদন করতে পারবে।
- স্বল্প সময়ে প্রশিক্ষণের যাবতীয় তথ্যের বিন্যাস ও একীভূত করা সম্ভব হবে।
- প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অধিক মাত্রায় সহজতর হবে।
- সহজ প্রক্রিয়ায় প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচন করা যাবে।

পরিশিষ্ট 'গ'

প্রচলিত সেবা লাভের পদ্ধতি	অনলাইন আবেদন ফর্মের মাধ্যমে সেবা লাভের পদ্ধতি
❖ প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচনের জন্য সনাতন বিজ্ঞপ্তি প্রদান ❖ প্রশিক্ষণার্থীদের পূরণকৃত আবেদনপত্র গ্রহণ ❖ প্রাপ্ত আবেদনপত্র বাছাই করে প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচন ❖ নির্বাচিত প্রশিক্ষণার্থীদের সনাতন পদ্ধতিতে অবহিতকরণ।	❖ প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচনের জন্য অনলাইনে আবদন আহবান ❖ প্রশিক্ষণার্থীদের পূরণকৃত অনলাইন আবেদনপত্র গ্রহণ ❖ সহজ প্রক্রিয়ায় প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচন ❖ নির্বাচিত প্রশিক্ষণার্থীদের অনলাইনের মাধ্যমে নির্বাচনের বিষয়টি নিশ্চিতকরণ।

প্রত্যাশিত ফলাফল: প্রশিক্ষণার্থীগণ স্বল্প খরচে অল্প সময়ে প্রশিক্ষণের জন্য অনলাইন আবেদন করতে পারবে এবং প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচন প্রক্রিয়া সহজতর হবে।

উদ্ভাবনী আইডিয়া থেকে TCV সংক্রান্ত ফলাফল:

ক্র: নং	বিষয়	সময়	মুল্য (টাকায়)	যাতায়াত/পরিদর্শন
০১	আইডিয়া বাস্তবায়নের পূর্বে	৪ দিন	১০০০/-	৪ বার
০২	আইডিয়া বাস্তবায়নের পরে	২ দিন	৫০০/-	২ বার
০৩	আইডিয়া বাস্তবায়নের ফলে পার্থক্য	২ দিন	৫০০/-	২ বার
০৪	সুফল	সময় বাঁচবে ২দিন	অর্থ সাশ্রয় হবে ৫০০/- টাকা	যাতায়াত কমবে ২ বার

উপসংহার:

সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে অনলাইন পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ একটি যুগোপযোগী পদক্ষেপ হতে পারে। অনলাইন আবেদন ফর্মের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচন কার্যক্রম চালু হলে কাগজের ব্যবহার, সময়, খরচ এবং ভিজিট কমে আসবে। প্রশিক্ষণার্থী বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সের জন্য আবেদন করতে পারবে। বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে অনেক গুলো কোর্স একসাথে পরিচালনা ও পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হবে। সঠিক পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণার্থীর দক্ষতা যাচাই করা এবং বৃদ্ধি করা হবে । এবং সশরীরে উপস্থিতি ছাড়াই সেবা গ্রহণ করতে পারবে। ফলে বাপার্ড এর অনলাইন পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ সেবা কার্যক্রম দেশের জন্য সুফল বয়ে আনবে।

পরিশিষ্ট 'গ'

বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড)
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ ৮১১০
www.bapard.gov.bd; e-mail-dgbapard@yahoo.com

(০৪) উদ্যোগ/ ধারণার শিরোনামঃ নির্দেশনা বোর্ড (Location Indicator Board) স্থাপনের মাধ্যমে বাপার্ড এ আগত অতিথি/দর্শনার্থীদের এক নজরে বাপার্ড ক্যাম্পাস অবলোকন।

ভূমিকাঃ
'বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি' সংক্ষেপে 'বাপার্ড' নামে পরিচিত। ইংরেজিতে Bangabandhu Academy for Poverty Alleviation and Rural Development যার সংক্ষিপ্ত রূপ BAPARD| দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের মানুষের দারিদ্র্য বিমোচন ও জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে পল্লী উন্নয়ন সমবায় বিভাগের আওতায় একটি স্ব-শাসিত প্রতিষ্ঠান হিসাবে বাপার্ড-এর যাত্রা শুরু হয়। প্রতিদিন অসংখ্য দর্শনার্থী এবং প্রশিক্ষণার্থী বিভিন্ন কাজে বাপার্ড পরিদর্শন করেন। একটি নতুন প্রতিষ্ঠান হওয়ার দরুণ আগত দর্শনার্থী এবং প্রশিক্ষণার্থীদের এক নজরে বাপার্ড ক্যাম্পাস সম্পর্কে সমক ধারনা থাকা আবশ্যক। সেক্ষেত্রে একটি নির্দেশনা বোর্ডের গুরুত্ব সহজেই অনুমেয়।

সুবিধাসমূহ:
১.আগত অতিথি/দর্শনার্থীদের এক নজরে বাপার্ড ক্যাম্পাস অবলোকন।
২.অর্থের অপচয় হবে না (ফোন/ অন্য যে কোন মাধ্যমে)।
৩.সময় বাচঁবে।

বর্ণনা:
কাঙ্খিত সেবা দেওয়ার উদ্দেশ্যে একটি নবসৃষ্ট প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাপার্ড বদ্ধপরিকর। তারই ধারাবাহিকতায় আগতদর্শনার্থী এবং প্রশিক্ষণার্থীদের এক নজরে বাপার্ড এর অবকাঠামো, রাস্তাঘাট, পুকুরসহ সকল স্থাপনা দেখার জন্য একটি দিক নির্দেশনা বোর্ড স্থাপন করা আবশ্যক। এতে করে আগত দর্শনার্থী এবং প্রশিক্ষণার্থীদের বাপার্ড ক্যাম্পাসে যাতায়াত এবং কাঙ্খিত স্থানে পৌছানো সহজ হবে। কারো সাহায্য ছাড়াই বিনা খরচে, স্বল্পসময়ে বাপার্ড ক্যাম্পাস অবলোকন করতে আগত অতিথি, দর্শনাথী, প্রশিক্ষার্থীদের কোন সমস্যা হবে না।

প্রচলিত সেবা পাওয়ার পদ্ধতি	নির্দেশনা বোর্ড স্থাপনের মাধ্যমে সেবা পাওয়ার পদ্ধতি
বিভিন্ন মানুষের সহযোগিতায় কাঙ্খিত স্থানে পৌছায়।	কারো সাহায্য ছাড়াই বিনা খরচে, স্বল্প সময়ে কাঙ্খিত স্থানে পৌছাবে।

উদ্ভাবনী আইডিয়া থেকে TCV (টিসিভি) সংক্রান্ত ফলাফল:

ক্র: নং	বিষয়	সময়	ব্যয়
০১.	আইডিয়া বাস্তবায়নের পূর্বে	৬০ মিনিট	২০ টাকা
০২.	আইডিয়া বাস্তবায়নের পরে	২০ মিনিট	০০ টাকা
০৩.	পার্থক্য	৪০মিনিট	২০ টাকা
০৪.	সুফল	সময় বাচবে	খরচ কমবে

পরিশিষ্ট 'ঘ'

২২.১০.২০২০
মাহামুদুল হাসান
লাইব্রেরিয়ান
বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড)
কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ-৮১১০

22.10.2020
ড. মোঃ আলমগীর হোসেন
(উপ-সচিব)
পরিচালক
প্রশাসন ও অর্থ
বাপার্ড, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।